শায়খ মুহাম্মাদ সালিহ আল মুনাজ্জিদ

ইখলাস

অনুবাদ : জোজন আরিফ

সম্পাদক : মুফতি রেজাউল কারীম আবরার
মাওলানা ইলিয়াস মশহুদ

কালান্তর প্রকাশনী

দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০২২
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১৮

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৮০, US $ 5. UK £ 3

প্রচ্ছদ : কাজী সাফওয়ান

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

বইমেলা পরিবেশক : **নহলী**

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96140-0-5

IKHLAS
by **Sheikh Salih Al Munajjid**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

সূচিপত্র

লেখকের কথা	০৪
ইখলাস কাকে বলে	০৬
কুরআন ও হাদিসের আলোকে ইখলাস	১০
ইখলাস প্রসঙ্গে সালাফের বক্তব্য	১৮
আল্লাহ লোক দেখানো আমল পছন্দ করেন না	১৯
ইখলাসের পুরস্কার	২১
ইখলাস না থাকার পরিণতি	৩১
ইখলাস ও সালাফের অবস্থান	৩৬
ইখলাসের আলামত	৪৫
ইখলাস সম্পর্কিত কতিপয় বিষয়	৪৭
রিয়ার আশঙ্কায় আমল ছেড়ে দেওয়া	৫০
পরিশিষ্ট	৫৪
অনুশীলনী	৫৫

লেখকের কথা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবি ও রাসুলগণের নেতা সাইয়িদুনা মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার ও সাহাবিগণের ওপর।

আল্লাহ তাআলা আমাদের ইখলাসের সঙ্গে তাঁর আদেশ পালন এবং নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। যারা তাঁর বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে, আখিরাতে তাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা রাসুল ﷺ-কে আমাদের মধ্যে পাঠিয়েছেন, যিনি তাঁর সাহাবি ও অনুসারীদের অন্তর পবিত্র রাখার এবং পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে আমল করার নির্দেশ দিয়েছেন। আশা করা যায়, এই নির্দেশ মেনে চলার মাধ্যমে তারা কিয়ামতের দিন ভয়াবহ শাস্তি থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

আলিমগণ অন্তরের আমলসমূহের ব্যাপারে গভীর মনোযোগ দিয়েছেন এবং এ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। গুরুত্বের সঙ্গে বিষয়টি মানুষের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন এবং এ ব্যাপারে সচেতন হতে উৎসাহ দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে নিজেদের বিকশিত করার পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ, আল্লাহর অনুগ্রহের পর মানবজাতির মুক্তির বড় উপায় হলো একটি সুস্থ ও আন্তরিকতাপূর্ণ অন্তর।

দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চেয়ে অন্তরের আমলের জন্য অধিক সচেতনতা ও মুজাহাদা প্রয়োজন। অন্তর যদি সংশোধিত, দোষত্রুটি, অসুস্থতা ও অপূর্ণতা থেকে মুক্ত হতে পারে, তাহলে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই হবে। সুতরাং অন্তর ও তার আমলের সংশোধন হলো মুখ্য এবং সর্বাপেক্ষা অপরিহার্য বিষয়। কারণ, একটি পরিশুদ্ধ অন্তর ব্যতীত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমলসমূহের মধ্যে কোনো কল্যাণ পাওয়া যায় না; আর ইখলাস হলো অন্তরের আমলসমূহের সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সব ইবাদতের ভিত্তি। এটি ইসলামের মৌলিক উপাদান এবং সকল নবি-রাসুলের দীন প্রচারের অনুপ্রেরণা।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ﴾

তাদের কেবল এই আদেশই করা হয়েছিল যে, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে আনুগত্যকে একনিষ্ঠ ও নির্ভেজাল রেখে এবং নামাজ কায়িম করবে ও জাকাত দেবে—আর এটাই সঠিক দীন। [সুরা বাইয়িনাহ : ৫]

আল্লাহ আরও বলেন,

﴿أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ﴾

জেনে রেখো, নির্ভেজাল আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। [সুরা জুমার : ৩]

ইখলাস হলো সমস্ত ইবাদতের অন্তঃসার ও উদ্দীপনা। এর ওপর ভিত্তি করেই আমল কবুল করা হয় অথবা প্রত্যাখাত হয়। এসব কারণ বিবেচনা করে আমরা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে ইখলাসের সংজ্ঞা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি উপস্থাপন করেছি। আল্লাহ যেন আমাদের নেক আমল কবুল করেন, এর উত্তম প্রতিদান দেন এবং আমাদের নিয়তকে ইখলাসপূর্ণ করেন।

মুহাম্মাদ সালিহ আল মুনাজ্জিদ

ইখলাস কাকে বলে

ইখলাসের আভিধানিক অর্থ

'ইখলাস' (الإخلاص) শব্দটি আরবি 'আখলাস' أخلص থেকে এসেছে। এর অর্থ পবিত্র করা এবং অন্য কোনো কিছুর সঙ্গে মিশ্রিত না করা। যেমন বলা হয়, وأخلص الرجل دينه لله—'লোকটি তার দীন আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করল'। অর্থাৎ, লোকটি আল্লাহর আনুগত্যে কাউকে শরিক করেনি।

আল্লাহ বলেন,

﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾

> তাদের মধ্যে থেকে আপনার মুখলিস (একান্ত) বান্দাগণ ব্যতীত। [সূরা হিজর : ৪০]

এখানে الْمُخْلَصِينَ শব্দটির (ل) লাম-এর ওপর 'জবর' রয়েছে। আবার কোনো কোনো কিরাআতে الْمُخْلِصِينَ অর্থাৎ, লামের নিচে 'জের' রয়েছে।

সা'লাব রাহ. বলেন, 'الْمُخْلَصِينَ (লামের ওপর 'জবর'সহ) অর্থ হলো, যেসব বান্দাকে আল্লাহ তাআলা একান্তভাবে নিজের করে নিয়েছেন এবং الْمُخْلِصِينَ (লামের নিচে 'জের'সহ) অর্থ হলো, যেসব বান্দা ইবাদত-আনুগত্যকে আল্লাহর জন্যই খাস করে নিয়েছে।'

জুজাজ রাহ. বলেন, 'আল্লাহ তাআলার বাণী,

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾

> এ কিতাবে মুসা আ.-এর বৃত্তান্তও বিবৃত করো। নিশ্চয়ই সে ছিল আল্লাহর 'মুখলাস' (মনোনীত) বান্দা এবং (তাঁর) রাসুল ও নবি। [সূরা মারইয়াম : ৫১]

এখানে مُخْلَصًا শব্দটি লামের ওপর 'জবর'সহ রয়েছে। তবে কোনো কোনো কিরাআতে مُخْلِصًا অর্থাৎ, লামের নিচে 'জের'সহ রয়েছে। 'মুখলাস' مُخْلَصًا শব্দটির অর্থ : আল্লাহ যাকে পবিত্র করেছেন, যাকে মনোনীত করেছেন এবং 'মুখলিস' مُخْلِصًا শব্দটির

অর্থ : যে ব্যক্তি ইখলাসের সঙ্গে তাওহিদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করেছে।

এ কারণেই قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ অর্থাৎ, 'বলো, তিনি আল্লাহ, একক'—এ সুরাকে 'সুরা ইখলাস' নামকরণ করা হয়েছে। কারণ, সুরাটি আল্লাহর একত্ববাদের ওপর গুরুত্বারোপ করে পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করে যে, 'কেবল আল্লাহ তাআলাই ইবাদতের যোগ্য সত্তা, তাঁর আনুগত্যে অন্যকে শরিক করা উচিত নয়।''

ইবনুল আসির রাহ. বলেন, 'সুরা ইখলাসকে এ কারণে এই নাম দেওয়া হয়েছে যে, যারা সুরাটি তিলাওয়াত করে, তাদের অন্তর আল্লাহর একত্ববাদের চেতনায় পবিত্র হয়ে যায়।'

এ জন্য ইখলাস শব্দটি তাওহিদ তথা আল্লাহর একত্ববাদেরই প্রতিশব্দ; আর খালিস বস্তু হলো সেই বস্তু, যা যাবতীয় সংমিশ্রণ ও অপবিত্রতা থেকে মুক্ত।[১]

ফাইরুজাবাদি রাহ. বলেন, 'ইখলাস হলো লৌকিকতা পরিত্যাগ করা অর্থাৎ, একনিষ্ঠভাবে কেবল আল্লাহর উপাসনা করা।'[২]

জুরজানি রাহ. বলেন, 'ইখলাস হলো ইবাদত-আনুগত্যে রিয়া তথা লোকদেখানো মনোভাব পরিহার করা।'[৩]

ইখলাসের পারিভাষিক অর্থ

বিজ্ঞ আলিমগণ ইসলামি পরিভাষায় 'ইখলাস' শব্দটিকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তন্মধ্যে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য হলো :

ইবনুল কাইয়িম রাহ. বলেন, 'ইখলাস হলো আল্লাহর ইবাদতের সময় নিয়তকে পরিশুদ্ধ করা এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করা।'[৪]

জুরজানি রাহ. আরও বলেন, 'কোনো খুঁত বা অপবিত্রতা থেকে কলবকে পবিত্র করার নামই ইখলাস। ইখলাসের মূলকথা হলো, প্রত্যেকটি বস্তুর ক্ষেত্রেই এ কথা চিন্তা করা যে, বস্তুটির সঙ্গে কোনো কিছুর সংমিশ্রণ ঘটতে পারে। যখন কোনো বস্তু এসব সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত হয়, তখন সেই বস্তুকে নির্ভেজাল ও খাঁটি বস্তু বলা হয়। আর বস্তুকে নির্ভেজাল করার যে পদ্ধতি, তাকে বলা হয় ইখলাস।'

---

[১] *লিসানুল আরব* : ২৬/৭; *তাজুল আরুস* : ৪৪৩৭।

[২] *আল কামুসুল মুহিত* : ৭৯৭।

[৩] *আত-তারিফাত* : ২৮।

[৪] *মাদারিজুস সালিকিন* : ২/৯১।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾

আর নিশ্চয় গবাদি পশুর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে শিক্ষা। তার পেটের গোবর ও রক্তের মাঝখান থেকে আমি তোমাদের পান করাই বিশুদ্ধ দুধ, যা পানকারীদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যকর। [সূরা নাহল : ৬৬]

এখানে দুধ বিশুদ্ধ হওয়ার মানে হলো, গোবর ও রক্ত ইত্যাদির সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত হওয়া। অর্থাৎ, নির্ভেজাল ও খাঁটি হওয়া।[৫]

আরও বলা হয়, যা কিছু ইবাদতের স্বচ্ছতাকে কলুষিত করে, ইখলাস তা দূরে সরিয়ে দেয়।[৬]

হুজায়ফা আল মারআশি রাহ. বলেন, 'ইখলাস হলো যখন কোনো বান্দা অনুভব করে যে, কোনো কাজ জনসম্মুখে করা অথবা একাকী করা উভয়টিই তার জন্য সমান। (কেননা, আল্লাহ তাআলার নিকট কোনো কিছুই অজ্ঞাত নয়।)'[৭]

অন্যান্য মনীষীগণ বলেছেন, 'ইখলাস হলো কোনো নেককাজের জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও কাছে প্রতিদানের আশা না করা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও কাছে নেক আমলসমূহ প্রকাশিত হোক—এমন আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা।'[৮]

এ ছাড়া ইখলাসকে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়, যেগুলো পুণ্যাত্মা সালাফগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে। যেমন :

- কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই ইবাদত করা এবং তাঁর ইবাদতে কাউকে শরিক না করা।
- লোকদেখানো মনোভাব পরিত্যাগ করে আল্লাহর ইবাদত করা।
- শিরক, রিয়া ইত্যাদির সংমিশ্রণ থেকে আমলকে পবিত্র রাখা।[৯]

মুখলিস কাকে বলে

'মুখলিস' হলো সে, যে আল্লাহকে খুশি করতে তার অন্তরকে সংশোধন ও পবিত্র করে

[৫] *আত-তারিফাত* : ২৮।
[৬] প্রাগুক্ত : ২৮।
[৭] *আত-তিবয়ান ফি আদাবি হামালাতিল কুরআন* : ১৩।
[৮] *মাদারিজুস সালিকিন* : ২/৯২।
[৯] *মাদারিজুস সালিকিন* : ২/৯১-৯২।

এবং এ কারণে যদি সমাজের লোকেরা তাকে অবমূল্যায়ন ও অসম্মানের চোখে দেখে, তবু সে দীনের পথ থেকে পিছপা হয় না। অধিকন্তু সে এটা পছন্দ করে না যে, লোকেরা তার নেক আমল সম্পর্কে অবগত হোক। এমনকি যদিও তা ওজনে পিঁপড়ার মতো ক্ষুদ্র ও সামান্য হয়।

ইসলামি পরিভাষায় 'ইখলাস' শব্দের পরিবর্তে 'নিয়ত' শব্দের ব্যবহার সাধারণ বিষয়। ফকিহগণের মতে, নিয়ত হলো ইবাদত ও অভ্যাসগত কোনো কাজের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা এবং এক ইবাদত থেকে অপর ইবাদতের পার্থক্য নির্দেশ করার মাধ্যম।[১০]

ইবাদত ও অভ্যাসগত কোনো কাজের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা হলো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য গোসল করা ও যৌন-সংসর্গ, সহবাস কিংবা স্বপ্নদোষের অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য ফরজ গোসলের অনুরূপ। আর ভিন্ন ভিন্ন ইবাদতের মধ্যে পার্থক্য করা হলো, জুহরের চার রাকআত নামাজ থেকে আসরের চার রাকআত নামাজের পার্থক্যের অনুরূপ।

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, বক্ষ্যমাণ বইয়ের মূল আলোচ্য 'নিয়ত' নয়। তবে যদি নিয়ত শব্দটি দ্বারা কোন কাজ কী উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে তা বোঝা যায় অর্থাৎ, কোনো কাজ কিংবা ইবাদত কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই বিশুদ্ধরূপে ও একনিষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়েছে কি না, সে ক্ষেত্রে ইখলাসের সংজ্ঞার সঙ্গে নিয়তও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

ইবাদতের ক্ষেত্রে সততা ও আন্তরিকতা (ইখলাস) খুব কাছাকাছি অর্থ বহন করলেও এদের মধ্যে সামান্য পার্থক্য রয়েছে, যেমন :

প্রথম পার্থক্য : সততা একটি মৌলিক বিষয় এবং তার অবস্থান হলো সবার আগে। অপরদিকে ইখলাস হলো সততার শাখা। অতএব, সততা থেকেই ইখলাসের উৎপত্তি হয়।

দ্বিতীয় পার্থক্য : কোনো বান্দার ইবাদত শুরুর আগে কখনো ইখলাস পরিলক্ষিত হয় না, ইবাদত শুরুর পরেই কেবল ইখলাসের প্রশ্ন আসতে পারে। অপরদিকে ইবাদত শুরুর আগেই সর্বদা সততা প্রকাশ পায়।[১১]

[১০] *জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম* : ১/১১।

[১১] *আত-তারিফাত* : ২৮।